দর্শনা পৌরসভায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

দর্শনা পৌরসভায় মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৪ উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা পৌরসভার আয়োজনে দর্শনা পৌরসভার হল রুমে অনুষ্টিত প্রস্তুতি সভার সভাপতিত্ব করেন, দর্শনা পৌর মেয়র আতিয়ার রহমান হাবু।

প্রস্ততি সভায় উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা এরশাদ আলী মাষ্টার, বীর মুক্তিযুদ্ধা সৈয়দ মজনুর রহমান, বীর মুক্তিযুদ্ধা আনোয়ার হোসেন, নাগরিক কমিটির আহবাহক গোলাম ফারুক আরিফ, দর্শনা ডি এস মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শফিউদ্দিন, সমাজ সেবক জাহিদুল ইসলাম।

কাউন্সিলার সাবিবর হক মিকা উপস্থাপনায়, আরও আলোচনা করেন, দর্শনা রেল বাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি টিপু সুলতান, দর্শনা গনউন্নয়ন গ্রন্থগারের পরিচালক আবু সুফিয়ান, পৃর্ব রামনগরের প্রধান শিক্ষক হারুন অর রশিদ, দর্শনা পৌরসভার কর্মকর্তা কর্মচারী বৃন্দু প্রমুখ।

দামুড়হুদায় হাতের তালুতে চিরকুট লিখে আত্ম*হ*ত্যা

আমি আমার স্বামীর কাছে চলে গেলাম। তাকে ছাড়া থাকতে পারছি না। আমার মেয়েকে দেখে রাখবে। দামুড়হদা উপজেলার ছাতিয়ানতলায় হাতের তালুতে চিরকুট লিখে স্বামীর আত্মহত্যার তিনদিন পর স্ত্রী আত্মহত্যা করেছে। আজ রবিবার ভোরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা

করে।

জানা গেছে দামুড়হুদা উপজেলার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের সদাবরী গ্রামের খোকনের ছেলে মিকাইল ভালোবেসে বিয়ে করে নাটুদা ইউনিয়নের ছাতিয়ানতলা গ্রামের রফিকুলের মেয়ে রুপসীর সাথে। বিয়ের পর তাদের সংসারে আসে একটি বাচ্চা। বিয়ের পর থেকেই মিকাইল ছাতিয়ানতলা গ্রামে ঘর জামাই হিসেবে বসবাস করে আসছে।

গত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে ছাতিয়ানতলা গ্রাম থেকে খবর আসে মিকাইল বিষপান করেছে। মিকাইলের মৃত্যুর খবরে তার লাশ দেখে পরিবারের সন্দেহে হয়। পরিবারের লোকজন দাবী তোলে তার স্ত্রী তাকে হত্যা করে আত্মহত্যার নাটক সাজিয়েছে। মিকাইলের ময়নাতদন্ত শেষে একদিন পর গত শুক্রবার দুপুরে দাফন সম্পন্ন করা হয়। স্বামীর মৃত্যুর তিনদিন পর স্ত্রী রুপসী নিজ ঘরে আজ রবিবার ভোরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। রুপসীর আত্মহত্যার পর পরই এলাকা জুড়ে মিকাইলকে হত্যার করার বিষয়টি জোরালো হয়ে উঠেছে। তাদের দাবী মিকাইলকে হত্যার কারনে নিজে ফেঁসে যাবে এমনটা ভেবে রুপসী নিজেই আত্মহত্যার পথ বেঁচে নিয়েছে বলে ধারণা করছে গ্রামবাসী।

এ বিষয়ে জানতে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) শেখ মাহবুব সাথে কথা বললে তিনি জানান, লাশ উদ্ধার করে সুরহত হাল শেষে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসাপাতালে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মানসিক অবরোধ পর্যালোচনা ও সাম্প্রতিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বাংলাদেশ পুলিশের অ্যাডিশনাল আইজি (ক্রাইম এন্ড অপস্) সভাপতিত্বে

রবিবার সকাল এগারোটার সময় আইজিপি মিনি কনফারেন্স রুমে ফ্রেব্রুয়ারি মাসের অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ সুপারের কার্যালয় সম্মেলনকক্ষ থেকে উক্ত ভিডিও কনফারেন্সে সংযুক্ত ছিলেন পুলিশ সুপার আর এম ফয়জুর রহমান, পিপিএম-সেবা। ভার্চুয়ালি মিটিংয়ে ফেব্রুয়ারি মাসের অপরাধ বিষয়ক পর্যালোচনা, সাজাপ্রাপ্ত গ্রেফতারি পরোয়ানা, মামলা তদন্ত বিচারের ফলাফল ও সাজার হার এবং সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ ও বিবিধ বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়।

উক্ত কনফারেন্সে আরও উপস্থিত ছিলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) নাজিম উদ্দীন আল আজাদ- পিপিএম সেবা, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, আবু জিহাদ ফকরুল আলম খান, ডিআইও-১, ডিএসবি সকল থানার অফিসার ইনচার্জগণসহ জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় জেলা গোয়েন্দা শাখার মাদকবিরোধী অভিযানে আটক ২

চুয়াডাঙ্গায় ১৫০ অ্য্যম্পুল নেশার ইঞ্জেকশনসহ দুই মাদক কারবারিকে আটক করা হয়েছে। আজ রবিবার চুয়াডাঙ্গা সদরের দৌলাৎদিয়াড় চুনুরিপাড়ায় জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) শাখা মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে আটক করে।

জানাগেছে, বর্তমানে পুলিশের মাদকবিরোধী অভিযানের অংশহিসেবে জেলা গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ফেরদৌস ওয়াহিদ এর নেতৃত্বে এসআই ওহিদুল ইসলাম বিপিএম, এএসআই আবু আল-ইমরানসহ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে দৌলতদিয়াড় চুনরিপাড়ায়

নিজ বাড়ি থেকে খোকনকে (৫০) আচক করা হয়।

খোকন দৌলাৎদিয়ার চুনুরিপাড়ার মৃত বদর উদ্দিনের ছেলে।

পরে সদরের তালতলা প্রাইমারি স্কুল পাড়া শহিদুল ইসলামকে (৪০) আটক করা হয়। শহিদুল ইসলাম ওই গ্রামের মৃত আব্দুল বারেক আলীর ছেলে। সেসময় তার হেফজত থেকে ১৫০ পিস অ্যাম্পুল ইঞ্জেকশন উদ্ধার করা হয়। আটককৃত আসামীদের বিরুদ্ধে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির কার্যালয়ে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির কার্যালয়ে আসন্ন ঈদুল ফিতর ও পবিত্র মাহে রমজানকে সামনে রেখে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্টিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে এ মতবিনিময় সভায় অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ শেখ গনি মিয়া।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ গনি মিয়া বলেন, মুসলিম সম্প্রদায়ের সবচাইতে বড় ধর্মীয় উৎসব হলো ঈদুল ফিতর ও মাহে রমজান। এই উৎসবকে সামনে রেখে এক শ্রেণীর চোর চক্র ব্যবসায়িদের নানা ভাবে হয়রানি করে,তারা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অবনতি ঘটাতে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।আপনারা আমাদের সহায়তা করলে তাদের ধরতে আমরা বদ্ধ পরিকর।তবে সিসি ক্যামেরা গুলি সচল করে দিতে হবে,কারণ সিসি ক্যামেরা সচল থাকলে অপরাধীদের চিহ্নিত করতে সহায়ক হয়।

অনুষ্ঠানে অন্য বক্তাগণ বলেন, মাদক সেবীদের অত্যাচারে সমাজ অতিষ্ট হয়ে পড়েছে।মাদকের কারণে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক

হওয়ার সম্ভবনা রয়েছে।তাই মাদক বন্ধে ওসি সাহেবকে কার্যকর ভুমিকা রাখতে অনুরোধ করেন ব্যবসায়ীরা ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসবে উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি হাজী রফিক মিয়া, মটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি রিয়াজ উদ্দিন। বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুনের উপস্থাপনায় আরও বক্তব্য রাখেন সহ-সভাপতি আব্দুল কুদ্দুস, হোটেল মালিক সমিতি সভাপতি আনোয়ার হোসেন, সভাপতি গার্মেন্টস মালিক সমিতি বাবলু মিয়া, সম্পাদক রিপণ মিয়া, মটর সাইকেল মেকানিক সমিতির সভাপতি রুহুল উদ্দিন, কাঠব্যবসায়ি সমিতির সভাপতি আসাদুল হক ডিটো, সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, কাঁচা বাজার মালিক সমিতি সভাপতি ইমরুল কায়েস। বণিক সমিতির সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন আহমেদ, সাংগাঠনিক সম্পাদক আমিনুল ইসলাম বাবলু, সদস্য হামিদুল ইসলাম, জয়নাল ক্যাপ, তোতা মিয়া, রতন জমিদার, জসিম উদ্দিন, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ।

দর্শনায় ১৯৫ বোতল ফেনসিডিলসহ বাবা-ছেলে গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১৯৫ বোতল ফেনসিডিলসহ রিপন মিয়া (২৯), রকিম মিয়াকে (৫০) গ্রেফতার করছে দর্শনা থানা পুলিশ।

জানাগেছে গতকাল শুক্রবার (২২ মার্চ) রাত সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে, অভিযান চালায় রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের উত্তর পাড়ায়। এ সময় দর্শনা থানার এস আই সোহেল রানা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সঙ্গীয় ফোর্সসহ অভিযান চালায় রকিব মিয়ার বাড়িতে। এ সময় পুলিশ রকিব মিয়ার নিজ শুয়ার কক্ষে খাটের নিচ থেকে ১৫০ বোতল ও রিপনের ঘর থেকে ৪৫ বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করে। এ ফেনসিডিলের বাজার মূল্য অনুমান ৩ লক্ষ ৯০ হাজার টাকা।

এ ঘটনায় এস আই সোহেল বাদি মাদক আইনে বাপ ও ছেলের বিরুদ্ধে দায়ের

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় বিদ্যুৎ স্পৃষ্টে দিন মজুরের মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা মদনা গ্রামে বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে বশির আলী (৫০)নামের এক শ্রমিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে।নিহত বশির আলী একই গ্রামের দর্শনা থানার পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা গ্রামের আফসার আলীর ছেলে।

ঘটনার বিবরনে জানাগেছে, আজ শুক্রবার ২২ মার্চ সকাল ১০ টার দিকে পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের মদনা উত্তর পাড়ার মৃত্য ইলার উদ্দীনের বাড়ি ভুট্রা শুকানোর কাজে যায়। এ ব্যাপারে স্থানীয় ইউপি সদস্য মো. শামসুল হক জানান, আজ শুক্রবার সকালে গ্রামের একজনের বাড়ির ছাদে ভুট্টা শুকাতে দিয়েছিলেন তিনি। ভুট্টা নেড়েচেড়ে দেয়ার সময় অসাবধানতাবশত বাড়ির ছাদের পাশেই বিদ্যুতের তারের সাথে স্পৃষ্ট হয়ে পড়ে যান। পরে স্থানীয়রা তাকে দ্রুত উদ্ধার করে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে জরুরি বিভাগে নেয়।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডা. সাদিয়া মা আরিজ বলেন, ‘পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে আমরা তাকে মৃত অবস্থায় পেয়েছি। ধারণা করছি, হাসপাতালে নিয়ে আসার পূর্বেই তার মৃত্যু হয়েছে।’

দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার সাহা জানান, বিদ্যুৎস্পৃষ্টে এক ব্যক্তি মারা গেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ ফোর্স পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় একটি অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করা হবে। তার অকাল মৃত্যুতে ঐ এলাকা জুড়ে নেমে এসেছে শোকের মাতম।

দামুড়হুদায় বাজার তদারকি ও মোবাইল কোর্টে ৩ প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা বাজার তদারকি ও মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে ৩ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার দিকে। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা।

মোবাইল কোর্ট সুত্রে জানাগেছে মেয়াদ উত্তীর্ণ ঔষধ রাখার অপরাধে উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৮ ধারায় মোস্তাফিজুর রহমানকে ৫ হাজার টাকা, এছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন এর ৫২ ধারায় ইব্রাহিম খলিলকে ২ হাজার টাকা এবং এছাড়া ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৫২ ধারায় আশরাফুলকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করে মোবাইল কোর্ট।

এছাড়া কার্পাসডাঙ্গা বাজার তদারকি করে উপজেলা প্রশাসন। মোবাইল কোর্টের নেতৃত্বে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রোকসানা মিতা। সহযোগিতায় ছিলেন উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা নিলিমা আক্তার হ্যাপী, মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতা করেন কার্পাসডাঙ্গা ফাঁড়ির একটি টিম।

দর্শনায় বিজিবি-বিএস এফের পতাকা বৈঠক, আপন ঠিকানায় ভারতীয় মা ও ছেলে

মোবাইল ফোনে বাংলাদেশের চট্টগ্রামের সন্দীপের এক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক করেছিল ভারতের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিন চব্বিশ পরগনোর

আলমডাঙ্গা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন নার্সের বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার অভিযোগ

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের তিন সিনিয়র স্টাফ নার্সের বিরুদ্ধে দায়িত্ব ও কর্তব্য অবহেলার অভিযোগ উঠেছে। ডাইরিয়া রোগীকে চিকিৎসা না দিয়ে হয়রানীর অভিযোগও তুলেছে ভুক্তভোগী সামসুন নাহারের স্বামী শফিকুল ইসলাম।

অভিযুক্তরা হলেন- উপজেলা হারদি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সিনিয়র স্টাফ নার্স নাসিমা বেগম, সেলিনা খাতুন ও শারমিন আরা।

অভিযোগ সূত্রে জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের ফরিদপুর গ্রামের বাসিন্দা শফিকুল ইসলামের স্ত্রী সামসুন নাহার। তিনি গত ১৯শে মার্চ মঙ্গলবার দুপুরে তার স্ত্রী সামসুন নাহার ডায়রিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে হারদি হাসপাতালে ভর্তি হন। ওই দিন জরুরী বিভাগে দায়িত্বপালন করেন চিকিৎসক ডাঃ পার্থ কুমার পাল। তিনি রোগের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে হাসপাতালে ভর্তি করেন। এবং চিকিৎসা সেবা দেবার জন্য ডাইরিয়া ওয়ার্ডে পাঠান। তারা প্রথমে হাসপাতালের তৃতীয় তলায় দায়িত্বরত স্টাফ নার্সের কাউন্টারে গেলে তারা ডায়রিয়া ওয়ার্ডে পাঠানোর নির্দেশ দেন। ডায়রিয়া ওয়ার্ডে সামসুন নাহারকে নিয়ে গেলে নার্স সেলিনা খাতুন আবারো কাউন্টারে ফেরৎ দেয়। এভাবে এ ভবন থেকে অন্য ভবনে দৌড়াদৌড়ির শিকার হয়। ততক্ষণ চিকিৎসকের চিকিৎসা পত্রের কোন চিকিৎসা দেননি। ওই রোগীর শারীর অবস্থা আশঙ্কা জনক হওয়ায় চিকিৎসা না নিয়ে শফিকুল ইসলাম তার স্ত্রীকে নিয়ে দ্রুত স্থানীয় একটি ক্লিনিকে ভর্তি করেন এবং চিকিৎসা দেন। শফিকুল ইসলাম দাবি করেন, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি রোগীদের নার্সের তামাশা খুবই দুঃখজনক। এমন হয়রানীর শিকার যেনো পরবর্তীতে অন্য কোন রোগী যেনো না হয় সেকারনে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ব্যবস্থা নেবার দাবি জানান।

হারদি হাসপাতালের সিনিয়র স্টাফ নার্স (ইনচার্জ) জানান, কাউন্টারে তিন-চার জন রোগী ভর্তির জন্য তাদের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছিল। ওই রোগীকে ডায়রিয়া ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। তবে কি কারণে হাসপাতাল ছেড়ে চলে গেছে তার জানা নেই।